সমকাল

তারিখ ... 29 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

জ্ঞানের জগতে মিলিত প্রয়াস

শিক্ষা | **অজয় দাশগুপ্ত**

সাংবাদিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিতারা পারভিন ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল ২৬ জুলাই। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা সিতারা পারভিন ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক; ২০০৫ সালের ২৩ জুন এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তার প্রিয় মানুষ– বাবা-মা, স্বামী (একই বিভাগের শিক্ষক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী), মেয়েসহ পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ২০০৬ সালে ২০ লাখ টাকার এ তহবিল গঠন করেন। এর আয় থেকেই বৃত্তি মেলে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় সেরা ১০ শিক্ষার্থীর। এবারের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান। বৃত্তিপ্রাপ্তদের কেউ কেউ বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসেছিলেন। সন্তানের কৃতিত্বে তারা গর্ব অনুভব করেন। বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরও দেখা গেল এসব গর্বিত বাবা-মায়ের সঙ্গে বিনম্র শ্রদ্ধায় আলাপ করতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয় কুমার সেন শর্মা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ এসেছিল আকস্মিকভাবে। ২০১০ সালের ৭ আগস্ট বিকেলে পবিত্র সেনগুপ্ত পরিচয় দিয়ে কলকাতা প্রবাসী এক ব্যক্তি সমকাল অফিসে ফোন করে এভাবে বলেন– 'আমার নাম পবিত্র সেনগুপ্ত। আমার এক আত্মীয় অক্ষয় কুমার সেন শর্মা চল্লিশের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ২০০৫ সালে অক্ষয় কুমার সেন শর্মার মৃত্যু হয়েছে। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদানের অনুরোধ করেন। আমি এবং আমার স্ত্রী তপতী সেনগুপ্ত অক্ষয় কুমার সেন শর্মার সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে মোট পাঁচ লাখ টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে অর্পণের জন্য ঢাকায় এসেছি।'

এ ঘটনা আমাকে অভিভূত করে ফেলে। পবিত্র সেনগুপ্ত আমাকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অর্থ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং এতে আমি সম্মানিত

অক্ষয় কুমার সেন শর্মার পৈতৃক বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়। পবিত্র সেনগুপ্তও ছিলেন সেখানকার অধিবাসী। অক্ষয় কুমার সেন শর্মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহিতলাল মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দাশগুপ্ত, পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখের কাছে। কী স্বর্ণযুগের ছাত্রই না ছিলেন তিনি!

> রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা– সমাজের সর্বক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমার ধারণা, সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক অনেক বৃত্তি চালু করতে পারেন। তাতে শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যয়ের চাপ কমবে, সরকারের চাপও কমবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের নতুন আকর্ষণীয় ভবন গড়ে উঠেছে এক সাবেক শিক্ষার্থীর অবদানে। সম্প্রতি মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপক তার অবসর সুবিধা হিসেবে পাওয়া অর্থ দিয়ে বিভাগের শ্রেণিকক্ষের সমস্যার অবদান ঘটিয়েছেন। বাণিজ্য অনুষদেও রয়েছে সাবেক শিক্ষার্থীদের অবদান। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনও উদ্যোগী হয়েছে অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজে প্রশাসনের পাশে দাঁড়াতে

অক্ষয় কুমার সেন শর্মার জন্য বৃত্তি ট্রাস্ট গঠন অনুষ্ঠানে তপতী সেনগুপ্ত জানান, তার পিতা রণেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি ও এমএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি উপাচার্যের কাছে প্রস্তাব করেন, প্রতি বছর রসায়ন বিভাগের সেরা ছাত্র বা ছাত্রীকে রণেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত বৃত্তি প্রদানের জন্য তিন লাখ টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে চান। তার এ প্রস্তাবও সানন্দে গৃহীত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বছর কালী নারায়ণ বৃত্তি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সম্মান পরীক্ষায় সব অনুষদের মধ্যে সেরা শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পেত। কয়েক দশক আগে চালু এ বৃত্তির তহবিল বাড়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশ' বৃত্তি তহবিল চালু আছে। ন্যূনতম ১০ লাখ টাকা দিয়ে এক বা একাধিক নামে চালু করা যায় বৃত্তি। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবির আন্দোলনে ছিলেন সামনের সারিতে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ এ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম উত্তোলিত হয় লাল-সবুজ-সোনালি পতাকা, যা মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা– সমাজের সর্বক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমার ধারণা, সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক অনেক বৃত্তি চালু করতে পারেন। তাতে শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যয়ের চাপ কমবে, সরকারের চাপও কমবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের নতুন আকর্ষণীয় ভবন গড়ে উঠেছে এক সাবেক শিক্ষার্থীর অবদানে। সম্প্রতি মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপক তার অবসর সুবিধা হিসেবে পাওয়া অর্থ দিয়ে বিভাগের শ্রেণিকক্ষের সমস্যার অবসান ঘটিয়েছেন। বাণিজ্য অনুষদেও রয়েছে সাবেক শিক্ষার্থীদের অবদান। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনও উদ্যোগী হয়েছে অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজে প্রশাসনের পাশে দাঁড়াতে। তবে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণা কাজ আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে শত-সহস্র হাত মিলিত হলে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নজির টানি সঙ্গত কারণেই। এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা কেবল অর্থ নয়– জমি, বই, চিত্রকর্ম, মূল্যবান দলিল ইত্যাদি দান করছেন নিজের প্রতিষ্ঠানে। এখন তাদের এনডাউমেন্ট বা বৃত্তি তহবিলের পরিমাণ ৩ হাজার ২৭০ কোটি ডলার (বাংলাদেশের মুদ্রায় প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকা)। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের এ ধরনের তহবিলের পরিমাণ ২ হাজার ৫৪০ কোটি ডলার। ইয়েলের বৃত্তি তহবিলে জমা আছে প্রায় ২৪শ' কোটি ডলার। বাংলাদেশে চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের মিলিত পরিমাণ ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৪৯ হাজার কোটি ডলার। অর্থাৎ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীদের গঠিত বৃত্তি তহবিলের মোট পরিমাণের পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও কম আমাদের এক বছরের শিক্ষা বাজেট। আমরা দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ চাইছি। উন্নত আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে চাইছি। এ লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। দেশে এখন পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী। তাদের ৫ শতাংশও যদি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সুদৃষ্টি দেয় তাহলে আমূল বদলে যেতে পারে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের চিত্র। সিতারা পারভিন বৃত্তি এর খণ্ডচিত্র। আমরা সবাই মিলে এমন হাজারো নজির গড়তে পারি বৈকি।